Question 1

Correct

‘বটতলার পুঁথি’ বলতে বুঝায়-

A অবিমিশ্র দেশজ বাংলায় রচিত লোকসাহিত্য

B বটতলা নামক স্থানে রচিত কাব্য

C দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য ✔

D মধ্যযুগীয় কাব্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি

A 8% B 9% C 79% D 4%

Solution:

মধ্যযুগে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান সাহিত্যিকদের রচিত ‘দোভাষী পুঁথি’ ছিল আরবি, ফারসি, হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণে রচিত এক ধরনের পুঁথি। এ সাহিত্য কলকাতার সস্তা ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়ে দেশময় প্রচারিত হয়েছিল বলে একে ‘বটতলার পুঁথি’ নামেও চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চলেছে।

Question 2 Correct

“বন থেকে বেরুল টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে”- এটি কোন লোক সাহিত্যের অন্তর্গত?

A রূপকথা

B গীতিকা

C প্রবাদ

D ধাঁধাঁ ✔

A 16%	B 5%	C 10%	D 70%

Solution:

লোকসাহিত্যে ধাঁধাঁ অন্যতম প্রাচীন শাখা হিসেবে বিবেচিত। যেমন:
“বন থেকে বেরুল টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে”
আনারসের সঙ্গে এর তেমন মিল না থাকলেও এর উত্তর ‘আনারস’।

Question 3 Correct

বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়-

A ১৯৫৪ সালে

B ১৯৫২ সালে

C ১৯৫৩ সালে

D ১৯৫৫ সালে ✔

A	B	C	D
9%	2%	2%	88%

Solution:

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

Question 4 Incorrec

নিচের কোন সাহিত্যে প্রাচীন হিন্দু ও আগত মুসলিম সংস্কৃতির চমৎকার মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়?

A মৈমনসিংহ গীতিকা ✔

B মর্সিয়া সাহিত্য

C শায়ের

D নাথসাহিত্য

A 50% B 7% C 24% D 19%

Solution:

বৃহত্তর ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর, বিল, নদ-নদী প্লাবিত ভাটি অঞ্চলে যে গীতিকা বিকশিত হয়েছিল তা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে পরিচিত। ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এ গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে। এ পালাগুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক কেনো সংঘাতের পরিচয় নেই। বরং এখানে প্রবীণ হিন্দু ও আগত মুসলিম (ফারসি/উর্দু) সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া বিদ্যমান।

Question 5 Correct

নিচের কোনটি ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত নয়?

A মলুয়া

B কাজলরেখা

C রূপবতী

D ভেলুয়া ✔

A 3% B 10% C 18% D 69%

Solution:

ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত পালাগুলো- কাজলরেখা, রূপবতী, মলুয়া। ভেলুয়া পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্গত পালা।

Question 6 Correct

বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা-

A ৬ ✔

B ৮

C ৪

D ৮

A 88% B 4% C 6% D 1%

Solution:

বাংলা ভাষা সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং এদেশের মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণ ও আত্মপরিচয় বিকাশের প্রেরণায় ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ১৭ অগ্রহায়ণ (৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধমান হাউসে (বর্তমানে লেখক যাদুঘর) প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি।

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ৬টি। যথা:

(i) উত্তরাধিকার (সৃজনশীল সাহিত্য)।

(ii) বাংলা একাডেমি পত্রিকা (গবেষণামূলক)।

(iii) ধান শালিকের দেশ (কিশোর সাহিত্য)।

(iv) বার্তা, বাংলা একাডেমির যাবতীয়

কার্যক্রমের বিবরণী।
(v) বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা, বিজ্ঞান বিষয়ক।
(vi) বাংলা একাডেমি জার্নাল, মৌলিক ও অনুবাদ সাহিত্য।

Question 7 Correc

নিচের কোন অঞ্চলে ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ বিকশিত হয়নি?

A নেত্রকোণা

B টাঙ্গাইল ✔

C কিশোরগঞ্জ

D ময়মনসিংহ

A 2% B 94% C 4% D 1%

Solution:

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে যে কবিতা বা গীত বা পালাগান প্রচলিত ছিল বা প্রচারিত হতো সেগুলোকেই ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ বলে।

Question 8 Incorrect

কবি গান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়েই পরিচিত-

A আলাওল এবং ভারতচন্দ্র

B এন্টনি ফিরিঙ্গি এবং রামপ্রসাদ সেন

C সাবিরিদ খান এবং দাশরথি রায়

D রাম বসু এবং ভোলা ময়রা ✔

A	B	C	D
0%	42%	2%	56%

Solution:

গোজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, রাম বসু, ভবানী বেনে, নিতাই বৈরাগী, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, রামপ্রসাদ রায় ছিলেন বিখ্যাত কবিওয়ালা।

Question 9 Correct

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত কে ছিলেন?

A ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

Question 8 Incorrec

কবি গান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়েই পরিচিত-

A আলাওল এবং ভারতচন্দ্র

B এন্টনি ফিরিঙ্গি এবং রামপ্রসাদ সেন

C সাবিরিদ খান এবং দাশরথি রায়

D রাম বসু এবং ভোলা ময়রা ✔

A 0% B 42% C 2% D 56%

Solution:

গোজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, রাম বসু, ভবানী বেনে, নিতাই বৈরাগী, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, রামপ্রসাদ রায় ছিলেন বিখ্যাত কবিওয়ালা।

Question 9 Correc

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত কে ছিলেন?

A ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

Question 9 Correc

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত কে ছিলেন?

A ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

B রামরাম বসু

C রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ✔

D উইলিয়াম কেরি

A 25% B 44% C 6% D 25%

Solution:

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত ছিলেন রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। তিনি 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম' গ্রন্থের রচয়িতা।

Question 10 Correc

কোন ধরনের লোককথার কাহিনিগুলো পশুপাখির চরিত্র অবলম্বনে গড়ে উঠেছে?

Question 10 Correct

কোন ধরনের লোককথার কাহিনিগুলো পশুপাখির চরিত্র অবলম্বনে গড়ে উঠেছে?

A ব্রতকথা

B উপকথা ✓

C ইতিকথা

D রূপকথা

A 3% B 86% C 1% D 10%

Solution:

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন- ১. রূপকথা, ২. উপকথা, ৩. ব্রতকথা। উপকথার কাহিনিগুলো গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পশুপাখির চরিত্র অবলম্বনে। এতে মানব চরিত্রের মতোই পশুপাখির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে। কৌতুকরস এবং নীতিপ্রচারের জন্যই এগুলো সৃষ্টি। ঈশপের গল্পগুলো উপকথার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

Question 11 Correc

‘বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি’ প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

A ১৯১১ সালে ✔

B ১৯১০ সালে

C ১৯০৯ সালে

D ১৯১২ সালে

A 87% B 1% C 5% D 7%

Solution:

মুসলমানদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাজী ইমদাদুল হককে সভাপতি এবং ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে সাধারণ সম্পাদক করে ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি। এখান থেকে ‘বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা’ নামে পত্রিকা প্রকাশিত হতো।

লোকসাহিত্যের কোন ধারাটি মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি?

A বচন

B ছড়া

C ধাঁধা

D প্রবাদ ✔

A 20% B 6% C 4% D 70%

Solution:

'প্রবাদ' লোকসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট শাখা। প্রবাদ বলতে বোঝায় মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। ব্যক্তি বা সমাজজীবনের অভিজ্ঞতার ফলে প্রবাদের সৃষ্টি এবং নীতি ও উপদেশ বিতরণ এর লক্ষ্য। জীবনের বিচিত্র পরিসরে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে পরবর্তী পর্যায়ে কাজে লাগানোর জন্য স্বল্প অবয়বে প্রবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন:

"নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।"

‘প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’ কে লেখেন

(A) রামরাম বসু

(B) রাজা রামমোহন রায় ✔

(C) গোলকনাথ শর্মা

(D) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

A	B	C	D
4%	73%	13%	10%

Solution:

- রাজা রামমোহন রায় ঊনবিংশ শতকের শুরুতে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যের প্রথম প্রচলন করেন।
- বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় অপরিসীম দক্ষতার সাথে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের শাস্ত্রচর্চার ফলে একেশ্বরবাদে আকৃষ্ট হন। তৎকালীন ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অপসংস্কৃতি দূর করতে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।
- তার রচিত গ্রন্থের সাহিত্যগুণের চেয়ে কার্যকারিতা অধিক।
- সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তার লিখিত গ্রন্থ- ‘প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ’, ‘গোস্বামীর সহিত বিচার’।

Question 14 Correc

বাংলা টপ্পা গানের জনক কে ছিলেন?

A দাশরথি রায়

B নিধু বাবু ✔

C রাম বসু

D কালী মির্জা

A 12% B 82% C 5% D 1%

Solution:

নিধু বাবু বা রামনিধি গুপ্ত বাংলা টপ্পা গানের জনক ছিলেন। দাশরথি রায় বা দাশুরায় পাঁচালীগানের শক্তিশালী কবি। রামবসু ছিলেন কবিওয়ালাদের মধ্যে অন্যতম একজন।

Question 15 Incorrec

কোনটি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংগৃহীত রূপকথার গ্রন্থ নয়?

A দিদিমার ঝুলি ✔

B ঠাকুরদাদার ঝুলি

C ঠানদিদির থলে

D ঠাকুরমার ঝুলি

A 61% B 15% C 9% D 15%

Solution:

বাংলাভাষার রূপকথার শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তাঁর সংগৃহীত রূপকথার গ্রন্থগুলো হলো: ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদামহাশয়ের থলে (রসকথা), ঠানদিদির থলে (ব্রতকথা)।

Question 15 Incorrec

কোনটি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংগৃহীত রূপকথার গ্রন্থ নয়?

(A) দিদিমার ঝুলি ✓

(B) ঠাকুরদাদার ঝুলি

(C) ঠানদিদির থলে

(D) ঠাকুরমার ঝুলি

A 61% B 15% C 9% D 15%

Solution:

বাংলাভাষার রূপকথার শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তাঁর সংগৃহীত রূপকথার গ্রন্থগুলো হলো: ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, দাদামহাশয়ের থলে (রসকথা), ঠানদিদির থলে (ব্রতকথা)।

Question 16 Correc

শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত-

A এন্টনি ফিরিঙ্গি

B রামনিধি গুপ্ত

C দাশরথি রায়

D রামপ্রসাদ সেন ✔

A 6% B 12% C 18% D 65%

Solution:

শাক্তসাধক বা সিদ্ধ পুরুষদের লেখা সাধনসংগীতকেই শাক্ত পদাবলি বলা হয়। রামপ্রসাদ সেন বাংলা সাহিত্যে শাক্তপদের প্রবর্তক। তার পদগুলো- শাক্ত পদাবলি, শ্যাম সংগীত ও রামপ্রসাদী নামে পরিচিত।

Question 17 Correc

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা স্মরণীয় কেন?

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা স্মরণীয় কেন?

A প্রথম বাংলা স্কুল

B প্রথম বাংলা খ্রিষ্টধর্ম প্রচার

C প্রথম বাংলা মুদ্রণ ✔

D প্রথম বাংলার সংস্কার কাজ

A 1% B 6% C 90% D 4%

Solution:

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ভারতে স্থাপিত একটি ছাপাখানা। ১৮০০ সালের জানুয়ারিতে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর মিশন। ঐ বছরই মার্চ মাসে উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুর মিশন প্রেস নামে ছাপাখানাটি খোলেন। এই মাসেই পঞ্চানন কর্মকারের সহযোগিতায় প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ মথী রচিত মঙ্গল সমাচার ছাপা হয় মিশন প্রেস থেকে। উইলিয়াম কেরি অনূদিত বাইবেল প্রকাশ করেন এই প্রেস থেকে। তাছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, সমাচার দর্পণ ও দিগদর্শন পত্রিকাও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। আর এ সবের জন্যই শ্রীরামপুরের মিশনারিরা স্মরণীয়।

Question 18 Correc

কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয়?

A ১৮০৪ সালে

B ১৮০২ সালে

C ১৮০১ সালে ✔

D ১৮০০ সালে

A 2% B 0% C 96% D 3%

Solution:

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনার কাল ধরা হয় ১৮০১ সালকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বল্পশিক্ষিত ও নবাগত কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতার লাল বাজারে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ সালে বাংলা বিভাগ চালুর মাধ্যমে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়।

Question 19 Correc

‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’ কোন স্থান থেকে প্রকাশিত হয়?

A ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

B শ্রীরামপুর মিশন প্রেস ✔

C এশিয়াটিক সোসাইটি

D মুসলিম সাহিত্য সমাজ

A 7% B 82% C 9% D 2%

Solution:

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশিদাসী মহাভারত, সমাচার দর্পণ ও দিকদর্শন পত্রিকা শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিল একাডেমি

Question 20 Correc

বাংলা গদ্য কোন যুগের ভাষার নিদর্শন?

A আধুনিক যুগ ✔

B মধ্যযুগ

C অন্ধকার যুগ

D প্রাচীন যুগ

A 90% B 9% C 0% D 1%

Solution:

বাংলা গদ্য আধুনিক যুগের ভাষার নিদর্শন। প্রাচীন যুগের নিদর্শন 'চর্যাপদ'। আর মধ্যযুগের নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

Question 21 Correc

বাংলা একাডেমিক কর্তৃক প্রকাশিত উত্তরাধিকার পত্রিকাটি কিরূপ-

Question 21 Correc

বাংলা একাডেমিক কর্তৃক প্রকাশিত উত্তরাধিকার পত্রিকাটি কিরূপ-

A বার্ষিক

B ষান্মাসিক

C মাসিক ✔

D ত্রৈমাসিক

A 1%	B 5%	C 82%	D 11%

Solution:

বাংলা একাডেমি হলো 'জাতির মননের প্রতীক'। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ৬টি। এর একটি হলো 'উত্তরাধিকার পত্রিকা'। এটি মূলত সৃজনশীল সাহিত্য এবং এটি মাসিক পত্রিকা।

Question 22 Correc

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কোনো বিদেশি কর্তৃক রচিত প্রথম গ্রন্থ কোনটি?

A তোতা ইতিহাস

B কথোপকথন ✔

C বোধোদয়

D লিপিমালা

A 2% B 88% C 2% D 8%

Solution:

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিদেশি পণ্ডিত ছিলেন উইলিয়াম কেরি তার রচিত গ্রন্থ ‘কথোপকথন’।

Question 23 Incorrec

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত নন-

A দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত নন-

A দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

B হরচন্দ্র ঘোষ

C রাসু-নৃসিংহ ✔

D রামতনু লাহিড়ী

A 34% B 13% C 51% D 3%

Solution:

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও হিন্দু কলেজ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা- হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (হিন্দু কলেজের শিক্ষক) ১৮৩১ সালে ইয়ংবেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিরোজিওর শিষ্যরাই ইয়ংবেঙ্গল নামে পরিচিত, ইয়ংবেঙ্গলরা মূলত ইংরেজ ভাবধারাপুষ্ট বাঙালী যুবক।
ইয়ংবেঙ্গলের আদর্শ- আস্তিকতা হোক আর নাস্তিকতা হোক, কোন জিনিসকে পূর্ব থেকে গ্রহণ না করা; জিজ্ঞাসা ও যুক্তি দিয়ে বিচার করা। তারা সাহিত্যে যুক্তিশীলতা ও মানবিকতাকে বড় করে ফুটিয়ে তুলেছেন। ডিরোজিওর প্রধান গ্রন্থ- 'The Fakeer of Jungkeera' হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র ও সাহিত্যিকরা

ফুটিয়ে তুলেছেন। ডিরোজিওর প্রধান গ্রন্থ- 'The Fakeer of Jungkeera' হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র ও সাহিত্যিকরা হলেন- প্যারীচাদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, কালিপ্রসাদ ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ। রাসু-নৃসিংহ কবিয়াল ছিলেন।

Question 24 Correc

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' -এই উক্তিটি কোন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো?

A মোহাম্মদী

B সওগাত

C শিখা ✔

D সমকাল

A 1% B 0% C 97% D 2%

Question 24 Correc

‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।’ -এই উক্তিটি কোন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো?

A মোহাম্মদী

B সওগাত

C শিখা ✓

D সমকাল

A 1% B 0% C 97% D 2%

Solution:

১৯২৬ সালে ঢাকায় মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন লেখকরা গঠন করেন ‘ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ’। তারা মনে করতেন ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। সংগঠনটির মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় ‘শিখা’ পত্রিকা। তাই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় কথাটি লেখা থাকত। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ আবুল হোসেন।

নিচের কোনটি পূর্ববঙ্গ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত?

A নিজাম ডাকাতের পালা

B কাফন চোরা

C চৌধুরীর লড়াই

D সবগুলো ✓

A 9%	B 2%	C 0%	D 92%

Solution:

'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে পরিচিত গীতিকাগুলোর কয়েকটা পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে এবং অবশিষ্ট গীতিকাগুলো নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত। এ অঞ্চলের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে গীতিকাগুলোর মধ্যে দুঃসাহসিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনি স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য পালা- 'নিজাম ডাকাতের পালা', 'কাফন চোরা', 'চৌধুরীর লড়াই', 'ভেলুয়া', 'নূরুন্নেহা ও কবরের কথা', 'কমল সদাগর', 'সুজা তনয়ার বিলাপ', 'পরীবানুর হাঁহলা' ইত্যাদি।

Question 26 Correct

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী কে ছিলেন?

A ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

B রামরাম বসু

C উইলিয়াম কেরি ✔

D লর্ড ওয়েলেসলি

A	B	C	D
2%	3%	67%	29%

Solution:

উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪) ছিলেন একজন মিশনারি ও বাংলায় গদ্য পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক, ব্রিটিশ খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক, যাজক, বিশেষ ব্যাপ্টিস্ট মন্ত্রী, অনুবাদক, সামাজিক সংস্কারক, এবং সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ। তিনি ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি, প্রথম ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রীরামপুর কলেজ এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী ছিলেন উইলিয়াম কেরি।

Question 27 Correc

কবিওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত নন কে?

A কালিপ্রসাদ ঘোষ ✔

B ভবানী বেনে

C নিতাই বৈরাগী

D হরু ঠাকুর

A 82%	B 7%	C 3%	D 8%

Solution:

আঠার শতকের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে ঊনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত কবিওয়ালাদের কাল। কবিওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত নাম- গোঁজলা গুঁই, ভবানী বেনে, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, শ্রীধর কথক প্রমুখ। কালিপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত একজন।

12:03 21%

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা কে?

A ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ✔

B বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

C মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

D রাজা রামমোহন রায়

A 70% B 8% C 14% D 8%

Solution:

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে সাহিত্যিক গদ্যের সূত্রপাত বিদ্যাসাগরের হাতেই হয়েছে। বিদ্যাসাগর বাংলা সাধুভাষার গদ্যরীতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। জড়তা ও দুর্বোধ্যতা মুক্ত হয়ে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলা গদ্য প্রথমবারের মতো তার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭) তে প্রকাশ পায়। তার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে সাহিত্যিক গদ্য বিচিত্র রূপে ক্রমপরিণতির পর্যায়ে উন্নীত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, ‘বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পী এবং তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা’। অন্যদিকে, বাংলা গদ্যরীতিকে

12:04 ▶ Vo) LTE2 21%

Question 29 Incorrect

‘বত্রিশ সিংহাসন’ কার রচনা?

A মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ✔

B বিদ্যাসাগর

C রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়

D রামরাম বসু

A 95%	B 2%	C 2%	D 1%

Solution:

ভাষাবিদ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯) ছিলেন উইলিয়াম কেরির অধীন পণ্ডিত। তিনি অধ্যাপনার পাশাপাশি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি উইলিয়াম কেরির উৎসাহে বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), রাজাবলি (১৮০৮), হিতোপদেশ (১৮০৮), বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭) ও প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩) গ্রন্থগুলো রচনা করেন। রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) ছিলেন উইলিয়াম কেরির সহযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনাকারীদের অন্যতম অগ্রণী। তিনি দুটি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন- রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১) ও লিপিমালা

Question 30 Incorrect

দুই পক্ষের তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত গানকে বলা হয়-

A পালা গান

B কবিগান ✔

C টপ্পাগান

D পাঁচালী গান

A 18% B 72% C 9% D 1%

Solution:

কবিওয়ালা কর্তৃক রচিত কবিগান হিন্দু সমাজের নব্য আধুনিক শিক্ষায় আগ্রহীদের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। কবিগান দুই পক্ষের বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতো। উপস্থিত ক্ষেত্রে হঠাৎ বিষয় নির্বাচন করে উপস্থিত বুদ্ধিতে মুখে মুখে গান তৈরি করে বিতর্ক এই কবিগানের বৈশিষ্ট্য। প্রথম দলের গানকে 'চাপান' বলা হতো এবং চাপান শেষ হলে পরের দল যে উত্তর বা জবাব দিত তাকে 'উতোর' বলা হতো।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

Question 30 Incorrect

দুই পক্ষের তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত গানকে বলা হয়-

A পালা গান

B কবিগান ✔

C টপ্পাগান

D পাঁচালী গান

A 18% B 72% C 9% D 1%

Solution:

কবিওয়ালা কর্তৃক রচিত কবিগান হিন্দু সমাজের নব্য আধুনিক শিক্ষায় আগ্রহীদের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। কবিগান দুই পক্ষের বিতর্কের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতো। উপস্থিত ক্ষেত্রে হঠাৎ বিষয় নির্বাচন করে উপস্থিত বুদ্ধিতে মুখে মুখে গান তৈরি করে বিতর্ক এই কবিগানের বৈশিষ্ট্য। প্রথম দলের গানকে ‘চাপান’ বলা হতো এবং চাপান শেষ হলে পরের দল যে উত্তর বা জবাব দিত তাকে ‘উতোর’ বলা হতো।